এসএসসির ফলে মেহেরপুরে শীর্ষে জিনিয়াস-সন্ধানী, সরকারি স্কুলে হতাশা

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে আজ সোমবার।

এবারের ফলাফলে মেহেরপুর সদরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ নিজেদের সাফল্য ধরে রেখেছে। তবে জেলার চারটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফলাফল তুলনামূলকভাবে হতাশাজনক।

মেহেরপুর সদরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় ৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে ৪২ জন জিপিএ-৫সহ মোট ৮৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার ৯৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৫৫ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৭৪ জন জিপিএ-৫সহ মোট ১৫৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার ৯৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৯৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ১৯ জন জিপিএ-৫সহ ৯৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৯৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

অন্যদিকে জেলার চারটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফলাফলে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২২৮ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২৯ জন জিপিএ-৫সহ ১৮৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ৩৯ জন। পাসের হার ৮২ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২৬৪ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ২৭ জন জিপিএ-৫সহ ১৯৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ৬৮ জন। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৭৪ দশমিক ২৪ শতাংশ।

গাংনী সরকারি পাইলট বালিকা বিদ্যালয় থেকে ৫৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে একজন জিপিএ-৫সহ ৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ২১ জন। পাসের হার ৬৩ দশমিক ১৫ শতাংশ।

মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৬৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৭ জন জিপিএ-৫সহ ৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ২৭ জন। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৫৭ দশমিক ১৪ শতাংশ।

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৮৬ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ২১ জন জিপিএ-৫সহ ১৪২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ৪৪ জন। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৭৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩২ জন পাশ করেছে, জিপিএ৫ পেয়েছে ২জন, ফেল করেছে ৩ জন পাশের হার ৯১.৪২ শতাংশ।

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৫১ জন, জিপিএ ৫ পেয়েছে ৬ জন, ফেল করেছে ২২ জন। পাশের হার ৬৯.৮৬ শতাংশ।

ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ৩৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৩১ জন, জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫ জন। পাশের হার ৮১.৫৭ শতাংশ।

কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল থেকে ২৩ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ১৮ জন, জিপিএ ৫ পেয়েছে ১ জন। পাশের হার ৭৮.২৩ শতাংশ।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, মেহেরপুর সদরে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং গাংনীতে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবারও ভালো ফলাফল ধরে রেখেছে। বিপরীতে সরকারি বিদ্যালয়গুলোর ফলাফল তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মেহেরপুরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার(৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল দশটার দিকে মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে এ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ অধ্যক্ষ মোছাঃ রিতা পারভীনের এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে এ সময় উপস্থিত ছিলেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মোঃআল আমীন, জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ উপাধ্যক্ষ মোঃ শামসুর রহমান, ম্যানেজিং কমিটি ও আল নূর ফাউন্ডেশনের সদস্য বৃন্দ।

এর আগে জাতীয় সংগীতের সাথে সাথে পতাকা উত্তোলন, জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অতিথিদের প্যারেড পরিদর্শন, শিক্ষার্থীদের কুচকাওয়াজ প্রদর্শন, শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা ও বেলুন উড়িয়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

পরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে বৃত্তিতে এগিয়ে সন্ধানী ও জিনিয়াস

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় জিপিএ ফলাফলের ভিত্তিতে উত্তীর্ণদের বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায়ী শিক্ষা শাখার নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ করেছ। মেহেরপুর জেলায় মোট ১১৪ জন ছাত্র ছাত্রী বৃত্তির আওতায় এসেছে। এদের মধ্যে মেধাবৃত্তি পেয়েছেন পাঁচজন, উপজেলা কোটাতে পেয়েছেন ছয় জন এবং সাধারণ কোটায় বৃত্তি পেয়েছেন মোট ৯৩ জন ছাত্রছাত্রী।

গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ভিত্তিতে মোট ১৭৮১ জনের মেধা ও সাধারণ বৃত্তি প্রদানের তালিকা প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ৩৮৭ জন মেধা বৃত্তি ও ১৩৯৪ জন

সাধারণ বৃত্তি পেয়েছেন।

মেহেরপুর জেলাতে মেধাতালিকায় জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ এবং সংখ্যা বিবেচনায় গাংনীর সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ জেলার সেরা হয়েছে।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের ৩ শিক্ষার্থী মেধাবৃত্তি, উপজেলা কোটায় ১ শিক্ষার্থী ও সাধারণ কোটায় ৭ শিক্ষার্থী নিয়ে মোট ১১ জন এ তালিকায় রয়েছেন।

অপরদিকে গাংনীর সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের ১ জন শিক্ষার্থী মেধাবৃত্তি, উপজেলা কোটায় ২ জন ও সাধারণ কোটায় ১৮ জন শিক্ষার্থী বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছে।

২০২৩ সালের এসএসসি ফলাফলের ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত তালিকায় মেহেরপুর জেলার সকল শিক্ষার্থীর নাম নিম্নরুপ।

মেধাতালিকায় বৃত্তি পেয়েছেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের মুশফিকুর রহমান, মীর রাফসান বাসার, নুসরাত জাহান, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের তালহা জুবায়ের অমি এবং মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ফাতেমা তাহসিন শরীফ।

উপজেলা কোটাতে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের আহনাফ শাহরিয়ার জারিফ,সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের আবরার জারিফ,সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের এ এইচ এম এহতেশাম মাহমুদ ও মোঃ সায়েম আল হাসান, জয়পুর তারানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মো: রহমত উল্লাহ এবং বাগোয়ান উচ্চ বিদ্যালয়ের সুলতান আহামেদ।

সাধারণ কোটাতে জেলাব্যপী ৯৩ জন বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় রয়েছেন, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, আবরার রাফিদ,হামিম আল ওয়াহিদ অয়ন, সুপ্রিয় রায়, মুনতাসির আল সাবিক, মো: মশিউর রহমান, ওয়াকিফ মাহমুদ, মোঃ তানজিম রহমান অর্পণ, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ মুহতাসিম ফুয়াদ, আরাফাত আমান রায়ান, মোঃ শফি সিদ্দিকী ও মাহাফুজ।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের মোঃ জাকির হোসেন, শেখ শামসুল আরেফিন, ইশরাত জাহান, সাদিয়া রহমান, রাফিয়া তাসনিয়া, রশিদা আনজুম স্নেহা ও সালমা খাতুন।

মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর তারানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ ইসরাত জাহান, আফসানা মিমি শান্তা, মোছাঃ সাবিকুন্নাহার তিশা, মোঃ আব্দুল মালেক। বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিয়ন কারিগর, সানিয়া মন্ডল, মনিষা মন্ডল ও তামিম ইকবাল। দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মোছাঃ সুরাইয়া খাতুন। দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোঃ শাহরিয়ার নাফিস। আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমির মো: আবু সাইদ এবং মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাহফুজ আলাম সিনহা।

মুজিবনগরে স্কুল গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা ১০ শিক্ষার্থী আহত

মুজিবনগরে একটি স্কুল লেগুনা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কায় অন্তত ১০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে।
এদের মধ্যে, জাইম হোসেন, তাসিন আলী, ফারুক আহমেদ, আবু সুফিয়ানকে ২৫০ সয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকীরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরেছে।
আজ মঙ্গলবার (২৪ মে) সকাল ৯ টার দিকে মুজিবনগর জয়পুর-তারানগর রাস্তার মাঝামাঝি একটি কালভার্টের কাছে এ দূর্ঘটনা ঘটে।
আহত জায়িম হোসেন(৮)মুজিবনগর উপজেলার তারানগর গ্রামের আজিজুল হকের
ছেলে, তসিন আলি (৯) আনন্দবাস গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে, ফারুক
(৮) জয়পুর গ্রামের ফরহাদ হোসেনের ছেলে এবং আবু সুফিয়ান শুভ (৯) বাগোয়ান গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে।
আহতরা সকলেই মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ জিনিয়াস প্রি ক্যাডেট একাডেমীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্র।
জিনিয়াস প্রি ক্যাডেট একাডেমীর শিক্ষক মিজানুর রহমান জানান, লেগুনা চালক আনসার আলী ১০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে জয়পুর ও তারানগরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ির সবাই কম বেশী আহত হয়। এদের মধ্যে ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকীরা